সহিংসতা থেকে সমতা: কেবল নীতিই যথেষ্ট?

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হতে পারে শারীরিক, মানসিক কিংবা যৌন অথবা ক্ষমতাপ্রয়োগ, স্বাধীনতার অস্বীকার কিংবা অর্থনৈতিক বঞ্চনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। **বিশ্বব্যাপী প্রতি ৩ জনে ১জন নারী** তাদের জীবদ্দশায় কোনো না কোনোভাবে সহিংসতার স্বীকার হন। নিম্ন আয়ের দেশগুলো থেকে শুরু করে মধ্যম আয় এমনকি উচ্চ আয়ের দেশগুলোতেও এটি বহু প্রচলিত একটি সমস্যা। তাই বোঝাই যাচ্ছে, এর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত মনোযোগ, বিনিয়োগ এবং অতি দ্রুত সরকার ও প্রাইভেট সেক্টরের মিলিত পদক্ষেপ।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার অর্থনৈতিক মূল্য

২০১৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার অর্থনৈতিক ক্ষতি অনুমান করা হয়েছিল **১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার**, যা বিশ্বব্যাপী **মোট জিডিপির ২%** অর্থাৎ মোটামুটি একটি কানাডিয়ান অর্থনীতির সমান (UN Women, 2016)। অন্যদিকে বাংলাদেশে শুধুমাত্র গার্হস্থ্য নির্যাতনের জন্যই প্রতিবছর ২.৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়, যা ২০১০ সালের দেশের 'সমগ্র স্বাস্থ্য ও পুষ্টি' সংশ্লিষ্ট বাজেটের সমান। এই ক্ষতিগুলো কীভাবে ঘটে তা আরো ভালোভাবে বুঝতে ক্ষেত্রবিশেষে এর প্রভাব ও কারণগুলো বোঝা দরকার:

কর্মক্ষেত্রে

American Association of University Women এর একটি জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৮% উত্তরদাতা 'কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিকে' তাদের উপার্জন ছেড়ে দেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে বলেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে

৬০ মিলিয়নেরও বেশি মেয়ে প্রতিবছর হয়রানির শিকার হওয়ায় ২০% এর বেশি মেয়েই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যার অর্থনৈতিক মূল্য ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার।

মানসিক প্রভাব সংক্রান্ত

যেকোনো ধরনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতার উপস্থিতি - যৌন, শারীরিক কিংবা মানসিক - তাদের উপার্জনের ৩৪%- ৪৬% হ্রাসের সাথে জড়িত।

চিকিৎসা

প্রতিটি সহিংসতার ঘটনার ফলে চিকিৎসা বাবদ আনুমানিক $৫৫০ এবং মানসিক চিকিৎসা বাবদ আনুমানিক $২৫০- $৩৫০ খরচ হয়।

সহিংসতা বন্ধের প্রধাণ হাতিয়ার হচ্ছে বিনিয়োগ

গবেষণামতে, শক্তিশালী নারীবাদী আন্দোলনের উপস্থিতি নারী সহিংসতা বন্ধে সবচেয়ে কার্যকরী ও অগ্রবর্তী ভূমিকা রাখে। কিন্তু এই বাবদ রাষ্ট্রীয় সহায়তার কেবল **১%** তাদের দেওয়া হয়। নারী অধিকার সংশ্লিষ্ট ৮৯% সংগঠনই পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে প্রায় বন্ধের দ্বারপ্রান্তে। অর্থাৎ, নারী সহিংসতা বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিনিয়োগ। যার মধ্যে প্রধাণ হচ্ছে **জেন্ডার রেস্পন্সিভ বাজেটিং** - অর্থাৎ, জেন্ডার সমস্যাকে মাথায় রেখে সরকারি বাজেট, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পদক্ষেপগুলো সাজানো। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও প্রাইভেট সেক্টরের অবদান সবচেয়ে বেশি।

রাষ্ট্রীয় অবদান

- দীর্ঘমেয়াদি তহবিল ও পর্যাপ্ত অর্থায়নের সুযোগ করা।
- নারী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল আন্দোলনগুলোকে তাদের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করা।
- নারী সংস্থা এবং গবেষণা সংস্থাগুলিকে তাদের সমর্থন এবং পরিচালনায় সহায়তা করা।

প্রাইভেট সেক্টরের অবদান

- কর্মক্ষেত্রে নারী সহিংসতা সংক্রান্ত আইন নিশ্চিত করা।
- নারীকে অব্জেক্টিফাই করে এমন বিজ্ঞাপনগুলো বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া।
- কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধে আইএলও প্রস্তাবিত কনভেনশনকে সমর্থন করা, যা কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা মোকাবেলায় শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মান ও নীতির ওপর জোর দেয়।

YPF YOUTH POLICY FORUM
RIGHT HERE RIGHT NOW